সাইবার অপরাধনামা

(সাইবার জালিয়াতির বিভিন্ন ঘটনা-সংবলিত)

সাইবার অপরাধনামা

(সাইবার জালিয়াতির বিভিন্ন ঘটনা-সংবলিত)

আরিফ মঈনুদ্দীন

অদম্য প্রকাশ

উৎসর্গ

আমার দুই মেয়ে
নুসাইবাহ বিনতে আরিফ
মেহেরিমা বিনতে আরিফ

লেখকের কথা

সাইবার অপরাধ হলো ডিজিটাল মাধ্যমে বা পরিসরে সংঘটিত যেকোনো অপরাধমূলক কার্যকলাপ। শুধু ব্যক্তি নয়, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, সরকার, এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মও সাইবার অপরাধের শিকার হচ্ছে শুধু সচেতনতার অভাবে। এই সাইবার অপরাধনামা বইটি লেখার একটাই উদ্দেশ্য হচ্ছে সাইবার অপরাধের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানা, সাইবার অপরাধগুলো কীভাবে এবং কত ভাবে ও কার মাধ্যমে সংগঠিত হচ্ছে তা জানান দেওয়ার জন্য। এই বইয়ে আমি বেশ কিছু ইন্টারনেট সম্পর্কিত সাইবার অপরাধসমূহ তুলে ধরেছি, যেসব অপরাধ আমাদের বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে। আপনি যদি এই অপরাধের ধরন সম্পর্কে জানতে পারেন তবেই আপনি নিজে ও আপনার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। একটা সময় আসবে আমরা সবাই কমবেশি বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের মধ্যে পড়ে যাব, হয়তো আজকে, বা কালকে বা পরশু। আপনাকে পড়তেই হবে, আপনি ইচ্ছাকৃত না হলেও অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও পড়বেন। সাইবার অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশনের চেয়ে আগেই সচেতনতা বেশি জরুরি। সাইবার অপরাধ বিষয়ে সচেতন করার প্রত্যয়ে, আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা।

আরিফ মঈনুদ্দীন

সূচিপত্র

ঘটনা ১। ফেসবুকের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেলিং	১১
ঘটনা ২। পাবলিক চার্জিং স্টেশন যখন প্রতারণার ফাঁদ	১২
ঘটনা ৩। প্রতারণার অন্য মাধ্যম অনলাইন জুয়া	১৩
ঘটনা ৪। অ্যাপসের মাধ্যমে লোন দিয়ে ব্ল্যাকমেলিং	১৪
ঘটনা ৫। ফেসবুক পেজ মনিটাইজেশনের নামে ফেসবুক পেজ কম্প্রোমাইজ	১৫
ঘটনা ৬। বিকাশ প্রতারণা, ভুলে টাকা চলে গেছে	১৬
ঘটনা ৭। ভুয়া অনলাইন নিউজ পোর্টাল খুলে চাঁদাবাজি	১৮
ঘটনা ৮। টাইপোস্ক্যাটিং ও ইনভয়েস স্ক্যাম করে ২৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া	১৯
ঘটনা ৯। ফেসবুক ফিশিংয়ের মাধ্যমে আইডি হ্যাক করে টাকা আদায়	২০
ঘটনা ১০। ওসির মোবাইল নাম্বার স্পুফিং/ক্লোনিং করে চাঁদাবাজি	২১
ঘটনা ১১। কলেজ এমপিও ভুক্তি করে দেওয়ার নামে প্রতারণা	২২
ঘটনা ১২। ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড আপনার, কার্ডের টাকাও আপনার কিন্তু শপিং করছে অন্য কেউ	২৩
ঘটনা ১৩। বিয়ের পর সম্পর্কের অবনতি ও সাইবার অপরাধ	২৪
ঘটনা ১৪। র‍্যানসমওয়্যার অ্যাটাক অতঃপর মুক্তিপণ দাবি	২৫
ঘটনা ১৫। মেয়েটি আমার সবকিছু হ্যাক করেছে, এখন কী করব?	২৬
ঘটনা ১৬। আমার সবকিছু ওরা শুনতে পায় তাই মোবাইল ফোন ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছি	২৭
ঘটনা ১৭। উপবৃত্তির নামে নগদ প্রতারকের প্রতারণা	২৮

ঘটনা ১৮। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ফেসবুকে অপপ্রচার	২৯
ঘটনা ১৯। প্রতারকের ফাঁদে অধ্যাপক খোয়ালেন ৫৩০০ ডলার	৩০
ঘটনা ২০। অনলাইন মার্কেটে লাখ টাকা আয় করার প্রলোভন দেখিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া	৩১
ঘটনা ২১। MLM কোম্পানি খুলে সারা দেশ থেকে এজেন্ট নিয়োগের মাধ্যমে প্রতারণা	৩২
ঘটনা ২২। বিদেশ থেকে আসা ডলারের ফাঁদ	৩৩
ঘটনা ২৩। অনলাইনে অর্ডার দিলেন মোবাইল, হাতে পেলেন পেঁয়াজ	৩৫
ঘটনা ২৪। সুপ্রিম কোর্টের নামে তথ্য হাতানোর চেষ্টা হ্যাকারদের	৩৬
ঘটনা ২৫। বন্ধুকে ফাঁসাতে গিয়ে নিজেই ফেঁসে গেলেন অতঃপর গ্রেপ্তার	৩৭
ঘটনা ২৬। ইমো আইডি হ্যাক করে প্রবাসীদের সঙ্গে নারীকণ্ঠে কথা বলে প্রতারণা	৩৯
ঘটনা ২৭। পার্সেল ফ্রড, পার্সেল পাঠানোর নামে টাকা হাতিয়ে নেওয়া	৪০
ঘটনা ২৮। ফেসবুকে "ক্রাশ অ্যান্ড কনফেশন" পেজ খুলে মেয়েদের হয়রানি	৪২
ঘটনা ২৯। সুপার শপ "স্বপ্ন"-এর সিস্টেম হ্যাক করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আত্মসাৎ	৪৩
ঘটনা ৩০। ফেসবুকে অসতর্ক প্রেম, মেসেঞ্জারে নগ্ন ছবি, অতঃপর টাকা দাবি	৪৫
ঘটনা ৩১। COCA-COLA UK কোটি টাকার লটারি জেতার ই-মেইল	৪৭
ঘটনা ৩২। ফেসবুকে সাহায্যের পোস্ট দিয়ে প্রতারণা	৪৮
ঘটনা ৩৩। আর্থিক কেলেংকারির আরেক নাম "সালামি অ্যাটাক"	৪৯
ঘটনা ৩৪। ই-মেইল আইডি হ্যাক করে বিদেশি প্রতিষ্ঠান থেকে অর্থ আত্মসাৎ	৫০
ঘটনা ৩৫। অর্ধশতাধিক নারীকে ব্ল্যাকমেল, অতঃপর গ্রেপ্তার	৫১
ঘটনা ৩৬। চীনা অ্যাপে টাকা ঢুকিয়ে ডলার আয় করে রাতারাতি ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখে সর্বস্বান্ত	৫২

ঘটনা ৩৭। চ্যাটজিপিটির প্রলোভন দেখিয়ে ফেসবুক আইডি ও পাসওয়ার্ড চুরি করছে হ্যাকাররা	৫৩
ঘটনা ৩৮। প্রযুক্তির নতুন অস্থিরতা "ডিপ ফেক" ভিডিও	৫৪
ঘটনা ৩৯। প্রতারিত হয়ে প্রতারণায়, টার্গেট ফ্রিল্যান্সার	৫৬
ঘটনা ৪০। জিনের বাদশা- সমস্যা সমাধানের নামে প্রতারণাই যাদের পেশা	৫৮
ঘটনা ৪১। ইন্সটাগ্রামে সেক্সটরশনের কবলে সরকারি কর্মকর্তা	৫৯
ঘটনা ৪২। অনলাইনে প্রশ্ন ফাঁস ও ফলাফল পরিবর্তনের প্রলোভন দিয়ে প্রতারণা	৬০
ঘটনা ৪৩। ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ সাইবার অ্যাটাক	৬১
ঘটনা ৪৪। প্রিয় বান্ধবী এমন কাজ করতে পারল!	৬২
ঘটনা ৪৫। ভুঁইফোড় অনলাইন শপ-প্রতারণার দোকান	৬৩
ঘটনা ৪৬। পাসওয়ার্ডের সুরক্ষা দেওয়া পাসওয়ার্ড ম্যানেজারেই সাইবার হামলা	৬৪
ঘটনা ৪৭। হ্যাকারের কবলে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম পাইপলাইন অপারেটর	৬৫
ঘটনা ৪৮। উত্তর কোরিয়ার রাজস্ব আয়ের বড় উৎস "হ্যাকিং"	৬৬
ঘটনা ৪৯। ব্লু হোয়েল: "সুইসাইড চ্যালেঞ্জ" গেমসের রহস্য	৬৭
ঘটনা ৫০। ইজরাইলের Pegasus সফটওয়্যারের গোয়েন্দাগিরি	৬৯
ঘটনা ৫১। ওয়েবসাইট হ্যাক করে অনলাইন অর্ডারের শিপমেন্ট জালিয়াতি	৭১
ঘটনা ৫২। ডেটিং অ্যাপে বন্ধুত্ব-অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়	৭২
ঘটনা ৫৩। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে হ্যাকিং- রিজার্ভ চুরি	৭৩
বিবিধ- ৫৪। সাইবার ক্রাইমের শিকার হলে করণীয়	৭৫
বিবিধ- ৫৫। ইন্টারনেটে নিরাপদ থাকার জন্য পরামর্শ	৮০

ঘটনা- ১
ফেসবুকের মাধ্যমে ব্ল্যাকমেলিং

দিনটি ছিল শুক্রবার, তখনো ঘুমাচ্ছি। বিছানায় হঠাৎ ফোনের রিং বেজে উঠল, ওপাশ থেকে সালাম দিয়ে পরিচয় দিল "আসসালামুয়ালাইকুম, আমার নাম সুমি (ছদ্মনাম), অমুক ভাইয়ের কাছ থেকে আপনার নাম্বার নিয়েছি। আপনার সঙ্গে আমি ৫ মিনিট কথা বলতে চাই, আমি খুব বিপদের মধ্যে আছি, আমাকে বাচাঁন। আমি বিছানা থেকে উঠে বসি, তারপর বলি, এবার বলেন বিস্তারিত কী হয়েছে। মেয়েটি বলতে শুরু করে, আমার সঙ্গে একটা ছেলের রিলেশন ছিল প্রায় ৭ বছর, গত বছর আমাদের মধ্যে ব্রেকআপ হয়ে গেছে, গত মাসে আমার পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়েছে, আমরা নতুন সংসার নিয়ে সুখে আছি, কিন্তু হঠাৎ একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে আমার আগের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গের কিছু গোপন ছবি ছড়ায় দিচ্ছে এবং আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজনের ইনবক্সে দিচ্ছে। আমি ফ্যামিলিতে মুখ দেখাতে পারছি না, এখন আমি কী করব আমাকে বাঁচান। ভাইয়া শুনতে পাচ্ছেন, আপনি কিছু করেন। সব শোনার পর আমি মেয়েটিকে বললাম, আপনি আপনার নিকটস্থ থানায় গিয়ে প্রথমে একটা জিডি করেন। মেয়েটি উত্তর দেয়, আমি থানায় গেলে সবাই জেনে যাবে, আমার সংসার ভেঙে যাবে, আপনি কিছু একটা করেন। আমি মেয়েটিকে শান্ত করে বললাম, দেখেন, এভাবে তো একটা বিষয় সমাধান করা যায় না আপনি যদি সমাধান চান তবে আপনাকে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। প্রয়োজনে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলেন। আপনি এখন কী করবেন চিন্তা করেন?

পরামর্শঃ

- একটি ভুল সারা জীবনের জন্য কান্না, সাময়িক সময়ের জন্য ভুল করা যাবে না।
- ব্ল্যাকমেলিংয়ের শিকার হলে আইনের আশ্রয় নিতে হবে।
- সাইবার অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান আছে দেশের আইনে।

ঘটনা- ২
পাবলিক চার্জিং স্টেশন যখন প্রতারণার ফাঁদ

আপনি কোথাও ঘুরতে গেছেন, হঠাৎ মোবাইলে চার্জ শেষ। কী করবেন এখন? দেখলেন আশপাশে রেলস্টেশনে মোবাইল চার্জ করা যাবে, সহজেই ছুটে গেলেন সেখানে এবং মোবাইলে চার্জ দেওয়া শুরু করে দিয়েছেন। কিন্তু কখনো কি চিন্তা করে দেখেছেন এই চার্জ করতে গিয়ে আপনার মোবাইলের তথ্য চুরি হতে পারে? হ্যাঁ, এই মাধ্যমে আপনার মোবাইল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই প্রতারণার নাম Juice Jacking ফ্রড। অধিকাংশ সময় আমাদের ফোনে চার্জ কমে গেলে আমরা আশপাশে রেলওয়ে স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড, শপিং মল, মেলায় ইত্যাদি যেকোনো পাবলিক জায়গায় যেখানেই চার্জিং পোর্ট দেখি, সেখানেই USB কেবল ঢুকিয়ে ফোন চার্জ করা শুরু করি। USB কেবল শুধু চার্জ করার জন্যই নয়, ফোনের ডেটা ট্রান্সফারের জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই USB ক্যাবলের মাধ্যমে ফোনের ডেটা চুরি করা যায় এবং ইউজাররা কোনোভাবেই টেরও পায় না। আপনি যখন USB ক্যাবলের মাধ্যমে চার্জ করেন তখন হ্যাকাররা পাবলিক প্লেসের সেই USB পোর্টকে টেম্পারিং করে তাদের ডিভাইসকে কানেক্ট করে এবং সেই মোবাইল ডিভাইস থেকে ডেটা চুরি করে। এই USB ক্যাবলের মাধ্যমে হ্যাকার আপনার মোবাইল ডিভাইসে ম্যালওয়্যারও প্রবেশ করিয়ে দিতে পারে।

পরামর্শঃ

- চার্জ দেওয়ার জন্য সঙ্গে পাওয়ার ব্যাংক সঙ্গে রাখতে পারেন।
- যেখানে সেখানে মোবাইল চার্জ দিতে যাবেন না।
- মোবাইল ডিভাইস এক মুহূর্তের জন্য কাউকে দেবেন না।

ঘটনা- ৩
প্রতারণার অন্য মাধ্যম অনলাইন জুয়া

অনলাইনে পরিচয়, মাঝেমধ্যে কথা হতো, সেই ছেলেটা প্রায় ইনবক্সে নক দিয়ে সালাম দিত। একদিন ইনবক্সে নক দিয়ে বলে ভাইয়া আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে, আমি কি কল দিতে পারি? আমি বললাম এসএমএস দাও, ব্যস্ত আছি, ফ্রি হয়ে রিপ্লাই দেব। সে ভয়েস রেকর্ড করে পাঠাল।। তার বাড়ি নাকি ময়মনসিংহ, কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে কাজ করে একটা ইনস্টিটিউটে, কিছুদিন আগে তার এলাকার এক বড় ভাই তাকে একটা অনলাইনে ইনকাম করার সিস্টেম বলে, ১০০০ টাকা দিয়ে সদস্য হতে হবে, এরপর আর কোনো খরচ হবে না। ইনকাম আসতেই থাকবে। আমার মোবাইল ফোনে সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যাপস ইন্সটল করে দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেয়। ১০০ টাকায় ১ পিবিউ ১ পয়েন্ট দেয় ইউজারকে। এভাবে একজন এজেন্ট হতে হলে ৫০ হাজার টাকায় ৫০০ পয়েন্ট নিতে হয়। সুপার এজেন্ট হতে হলে ২ লাখ টাকা খরচ করতে হয়। এ রকম পাঁচ থেকে ছয় ব্যক্তি কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছে। যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি টেনেটুনে পাস। শুধু এজেন্ট নিয়ে তারা বিভিন্নজনকে সদস্য করে পয়েন্ট বিক্রি করে। এখন আমাদের এলাকার অবস্থা খুবই খারাপ, কেউ মুখে কিছু বলছে না, শুধু তাদের ভয়ে। যারা এসব কাজ করে বেড়াচ্ছে তারা প্রভাবশালী লোক।

পরামর্শঃ

- জুয়া সব সময় খারাপ তা কখনো কল্যাণ বয়ে আনে না
- না জেনেশুনে ইনভেস্ট করা যাবে না। বিনা পরিশ্রমে কোনো কিছু অর্জিত হয় না।
- সন্দেহজনক হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানাতে হবে।

ঘটনা- ৪
অ্যাপসের মাধ্যমে লোন দিয়ে ব্ল্যাকমেলিং

একদিন এক ছোট ভাই নক দিয়ে বলে সে ব্ল্যাকমেলের শিকার হচ্ছে, কীভাবে কী করতে পারি পরামর্শ চাচ্ছি। আমি বললাম কী হয়েছে খুলে বলো। সে বলতে শুরু করল, ফেসবুকে একটা অ্যাড দেখে ক্লিক করি, জানতে পারি এই অ্যাপসের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করলে লোন দেয়। তখন আমার কিছু টাকার দরকার ছিল, আমি সেই অ্যাপস প্লেস্টোর থেকে ডাউনলোড করে ইন্সটল করি এবং সব তথ্য সঠিকভাবে দিয়ে ১০০০০ টাকার লোন অ্যাপ্লাই করি। প্রায় ১২ ঘণ্টা পর আমার লোন অ্যাপ্রুভ হয় কিন্তু ১০০০০ হাজারের জায়গায় ওরা লোন দিয়েছে ৬২০০ টাকা, বাকিটা নাকি সার্ভিস চার্জ। ওদের শর্ত ছিল ১% সুদ দিতে হবে। ২ দিন পর টাকা রিটার্ন করতে চাইলে ওরা বলে টোটাল ১২৫০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে, নির্দিষ্ট সময়ে ১ দিন লেট হওয়ার পর তারা আমার ছবি এডিট করে হোয়াটসঅ্যাপে অশ্লীল পর্ন ছবির সঙ্গে অ্যাড করে আমাকে হুমকি দিচ্ছে এবং বিভিন্ন কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করছে। তারা নাকি ফেসবুকের বিভিন্ন গ্রুপে এগুলো ছড়িয়ে দেবে। আমার মোবাইল ফোনের গ্যালারির সব ছবি ও কন্টাক্ট লিস্ট নাকি তাদের কাছে আছে। এখন আমি কী করতে পারি পরামর্শ দেন। আমি খুবই মানসিক টেনশনে আছি।

পরামর্শঃ

- আপনাকে যখন আপনার ক্লোজ বন্ধুই টাকা ধার দেয় না তখন এসব অ্যাপস কেন লোন দিচ্ছে, তা বুঝতে হবে।
- সামনে পেলেন একটু অ্যাপ্লাই করে দেখি, এসব কোতূহল বিপদ ডেকে আনে
- অতিরিক্ত লোভ করা যাবে না।

ঘটনা- ৫
ফেসবুক পেজ মনিটাইজেশনের নামে ফেসবুক পেজ কম্প্রোমাইজ

ঘটনাটি ঘটেছে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার ফেসবুক পেজ নিয়ে। সন্ধ্যায় ঢাবির হাকিম চত্বরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছি। এমন সময় মোবাইল ফোনে কল এলো, রিসিভ করে সালাম দিলাম আর কুশল জিজ্ঞেস করলাম। ভাই তখন বলা শুরু করল, আমার ফেসবুক পেজ হ্যাক হয়েছে এবং আজেবাজে ছবি দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি তুই অ্যাকশন নে। আমি বললাম কী হয়েছে খুলে বলেন, তখন সেই পুলিশ ভাই বলতে শুরু করল, বেশ কিছুদিন ধরে WhatsApp-এ একজনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, সে নাকি ইউকেতে থাকে এবং বিভিন্ন ফেসবুক /ইউটিউবের মনিটাইজেশন নিয়ে কাজ করে। সে আমার ই-মেইল আইডি খুঁজছিল, আমি দিয়েছিলাম। একদিন আমার ফেসবুকে একটা রিকোয়েস্ট আসে, আমার ২০ হাজার ফলোয়ারের পেজে মনিটাইজেশন অ্যাকসেপ্ট করার জন্য, পাশেই পেজ ম্যানেজার লেখা ছিল আর আমি সরল বিশ্বাসে অ্যাকসেপ্ট করি, সঙ্গে সঙ্গে দেখি আমি আর আমার সেই ফেসবুক পেজে ঢুকতে পারছি না। পরে সেই WhatsApp নাম্বারে নক করি সে কোনো রেসপন্স করে না। মেসেজ ও সিন করেনি। এখন আমি কী করতে পারি?

পরামর্শঃ

- এভাবে অপরিচিত কারও সঙ্গে কথা বলা যাবে না।
- পারসোনাল তথ্য শেয়ার করা যাবে না।
- চারদিকে ফাঁদ তৈরি করা, তাই সাবধানে চলতে হবে।

ঘটনা- ৬
বিকাশ প্রতারণা, ভুলে টাকা চলে গেছে

মার্চের ১৬ তারিখ বন্ধু ইমরানকে বললাম আমার হাত খালি, হাজার দশেক টাকা পাঠা। সে কিছুক্ষণ পরে বিকাশের দোকানে গিয়ে ৬০০০ টাকা পাঠিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা নাম্বার থেকে কল আসে। সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করে দুপুরে আপনাকে কি একজন টাকা পাঠায়ছিল ৬ হাজার। আমি বললাম জি সে বলল আপনার নাম্বারে এরপর ৪৯০০ টাকা ভুলে চলে গেছে। আমি এখন দোকানের বাইরে, আমার ছোট ভাই ভুলে পাঠিয়ে দিছে। আপনি কি একটু অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখবেন। আমি অ্যাকাউন্ট চেক করে বললাম কোনো টাকা আসেনি। সে তখন কল কেটে দিল। এর কিছুক্ষণ পরে আমার নাম্বারে একটা এসএমএস আসে যেটাতে লিখা ছিল "প্রিয় গ্রাহক, সন্দেহজনক লেনদেনের অভিযোগে আপনার বিকাশ অ্যাকাউন্ট বন্ধ করা হয়েছে। আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটস্থ বিকাশ সেন্টারে আসুন অথবা কল করুন (ওদের একটা নাম্বার দেওয়া ছিল)"

কিছুক্ষণ পরে সেই লোক আবার কল করে বলে, স্যরি ভাই আপনার নাম্বারে টাকা যায়নি, অন্য নাম্বারে ভুলে চলে গেছে এবং আমার ছোট ভাই ভুলে বিকাশ কল সেন্টারে কল দিয়ে আপনার নাম্বারটা ব্লক করে দিয়েছে। এজন্য ভাই আমি ক্ষমাপ্রার্থী, আপনি বিকাশ কল সেন্টারে কথা বলে ঠিক করে নিয়েন। দুই মিনিট পরে আবার একটা কল আসে কলটা ছিল +16247 নাম্বার থেকে। রিসিভ করার পর সে তার পরিচয় দেয় এবং বলে একজন বিকাশ এজেন্ট আমার নামে কমপ্লেইন দেওয়ায় অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমি যদি সঠিক তথ্য দিতে পারি তবে অ্যাকাউন্টটি সে আবার ব্লক থেকে খুলে দেবে। আমি বললাম ঠিক আছে কী তথ্য লাগবে বলেন। তারপর সে বলে আপনার ফোন কি স্মার্টফোন? আমি বললাম হ্যাঁ। সে বলল আপনি আপনার ফোনে স্পিকার অন করুন। তারপর আপনার ফোনে একটা কোড যাবে সেটা দিন। আমি ভুল একটা কোড দিলাম, সে আবার আমাকে বোঝাতে লাগল, এভাবে ভুল কোড দিলে আপনার অ্যাকাউন্ট পার্মানেন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর সে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ মোটিভেশন দিল। এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। আমিও ধৈর্য ধরে তার কথা শুনতে লাগলাম আর মজা নিতে লাগলাম। এভাবে অনেকক্ষণ সে ট্রাই করার পর ব্যর্থ হয়ে একটা গালি দিয়ে কলটা কেটে দিল।

পরামর্শঃ

- বিকাশ কল সেন্টারের নাম্বার হলোঃ 16247
- 16247 এর আগে পরে +- বা অন্য সংখ্যা অ্যাড করা মানে তা ফেক।
- বিকাশ কখনো কাস্টমারকে কল দিয়ে ইন্সট্রাকশন দেয় না।

ঘটনা- ৭
ভুয়া অনলাইন নিউজ পোর্টাল খুলে চাঁদাবাজি

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রেনিং করাতে গিয়েছিলাম বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের ফোর্সদের। ট্রেনিং ছিল ৩ দিনব্যাপী, ট্রেনিংয়ের শেষ দিন ছিল। ক্লাস শেষে একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা একটা ডকেট ফাইল নিয়ে এলো। তারপর সে আমাকে মামলার এজাহারটা দেখাল। বিষয়টা ছিল এ রকম, অনলাইনভিত্তিক একটা নিউজ পোর্টালে একজন হোটেল ব্যবসায়ীকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাকে দেহ ব্যবসায়ী হিসেবে সাজানো হয়। সেই ব্যবসায়ী নাকি দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। বিভিন্নজনকে নারী সাপ্লাই দেয়। এ রকম নিউজ পাবলিশ হওয়ার পর সেই ব্যবসায়ী বরিশালে থানায় একটা মামলা দায়ের করে। মামলায় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করে। যারা বিভিন্ন সময় তার কাছে হাতখরচের টাকা খুঁজছিল কিন্তু সে তা না দেওয়াতে তার নামে মিথ্যা অপবাদ রটানোর জন্য এ রকম নিউজের আশ্রয় নেয়। আমি ওয়েবসাইট এর নাম লিখে গুগলে সার্চ করলাম এবং সেই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখলাম নিউজটা এখনো আছে। সেই ডোমেইনের Whois তথ্য বের করে দেখলাম সেখানে Whois গার্ড ব্যবহার করে ডোমেইনের মালিকের তথ্য হাইড করা হয়েছে। পরে দেখলাম নেমসার্ভার এক বাংলাদেশি কোম্পানির। সঙ্গে সঙ্গে সেই হোস্টিং কোম্পানিকে ওদের ওয়েবসাইট থেকে নাম্বার নিয়ে কল দিতে বললাম সেই তদন্তকারী কর্মকর্তাকে। ডোমেইনের মালিক যার কাছ থেকে হোস্টিং নিয়েছে তার বিস্তারিত তথ্য পুলিশকে প্রদান করে।

পরামর্শঃ

- অনলাইনে এখন অহরহ ভুয়া নিউজ পোর্টাল বিদ্যমান।
- সব নিউজের ওপর বিশ্বাস রাখা যাবে না।
- যতই ফেক নামে ওয়েবসাইট তৈরি করুক না কেন তা খুঁজে বের করা সম্ভব।

ঘটনা- ৮
টাইপোস্ক্যাটিং ও ইনভয়েস স্ক্যাম করে ২৮ লাখ টাকা হাতিয়ে নেওয়া

ঘটনাটি ২০১৮ সালে অক্টোবরের। হঠাৎ একটা নাম্বার থেকে কল আসে। ভদ্রলোক একজন গার্মেন্টস ব্যবসায়ী। কয়েক দিন আগে একটি সমস্যায় পড়ে ২৮ লাখ টাকা খোয়ান। পরিচয় দেওয়ার পর তার সঙ্গে একটু দেখা করতে বলে, আমি পরদিন ওনার বনানী অফিসে দেখা করি। তখন উনি বিস্তারিত খুলে বলেন। ওনারা হংকংভিত্তিক একটা কোম্পানির সঙ্গে কাজ করেন। সেখান থেকে মালামাল ঢাকায় আসে এবং সেগুলো ওনার গার্মেন্টসে ফিটিং করে আবার হংকং পাঠিয়ে দেন। এভাবে কাজ করে আমরা প্রতি মাসে ইনভয়েস জমা দিয়ে তাদের থেকে ইনকাম করে থাকি। কয়েক দিন আগে আমরা আমাদের গত মাসের ইনভয়েস জমা দিলে তারা বলে তারা নাকি বিল জমা দিয়েছে, কিন্তু আমরা কোনো টাকা পাইনি। পরে যেই অ্যাকাউন্টে ওরা টাকা জমা দিয়েছে এবং সেই ফেক ইনভয়েসের কপি পাঠায়। পরে সেগুলো আমাকে দেখায়। আমি ভালো করে সেগুলো দেখলাম। ঘটনাটি হয়েছে, প্রতারকরা ওনার ডোমেইনের সঙ্গে মিল রেখে অন্য একটা ডোমেইন কিনে এবং সেইম ওয়েবসাইট তৈরি করে। এটাকে টাইপোস্ক্যাটিং বলে। যেমন, "Google.com"-এর জায়গায় "Gooqle.com" এ রকম ডোমেইনের একটা অক্ষর পরিবর্তন করে দেয়। সেই গার্মেন্টস ব্যবসায়ীর ডোমেইন ও এভাবে টাইপোস্ক্যাটিং করে একটা ফেক ইনভয়েস তৈরি করে হংকং কোম্পানিকে মেইল করে, হংকং কোম্পানি সেই ইনভয়েসের ওপর ভিত্তি করে টাকা পাঠিয়ে দেয়, একটি ম্যাক্সিকো ব্যাংকে। যার ইনভয়েস মূল্য ছিল বাংলাদেশি প্রায় ২৮ লাখ টাকা।

পরামর্শঃ

- আপনার ডোমেইনের নামের কাছাকাছি কোনো ডোমেইন আছে কি না, তার কার্যক্রম তদারকি করা।
- কোম্পানির ইনভয়েস যাতে নকল করতে না পারে সেভাবে রেডি করতে হবে।
- যাচাই-বাছাই করে তারপর টাকা পাঠাতে হবে।

ঘটনা- ৯
ফেসবুক ফিশিংয়ের মাধ্যমে আইডি হ্যাক করে টাকা আদায়

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ডিবি সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম ডিভিশন একটা ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। ছেলেটার বয়স ১৮/১৯ হবে। তার বিরুদ্ধে অপরাধ, ঢাকা ইউনিভার্সিটির এক মেয়েকে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করতে চেয়েছিল। পরে ধরা পড়ে যায়, কারণ সেই মেয়েটি শাহবাগ থানায় মামলা করেছিল। পরে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে আসে। তদন্তকারী কর্মকর্তার ভাষ্যমতে এই ছেলেটি নাকি প্রায় ৫ হাজার মেয়ের ফেসবুক আইডি হ্যাক করেছে ফিশিংয়ের মাধ্যমে। ওই ছেলেকে ধরে আনার পর আমিও সেখানে ছিলাম। আমি সেই অপরাধী ছেলেকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমনে কীভাবে এই কাজগুলো করলা? সে তখন অকপটে স্বীকার করল। সে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কম্পিউটার অপারেটর। বেতন মাত্র ৮ হাজার টাকা যা দিয়ে তার ফ্যামিলি চালানো সম্ভব না। সে তখন ইউটিউব দেখে ফিশিং কেমনে করে সেটা শিখেছে। তারপর একটা ফেক মেয়ের অ্যাকাউন্ট খুলে বিভিন্ন স্কুলের মেয়েদের ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাত, তাদের সঙ্গে ইনবক্সে কিছুদিন কথা বলত এরপর সুযোগ বুঝে ফলোয়ার বাড়ানোর কথা বলে ফিশিং সাইটের লিংক দিয়ে দিত। টার্গেট সেই ফিশিং সাইটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি তার ই-মেইল ও পাসওয়ার্ড পেয়ে যেত এবং সে এগুলো এক্সেল ফাইলে লিখে রাখত। সেই ছেলেটি সেই টার্গেট মেয়ের ই-মেইল ও পাসওয়ার্ড দিয়ে সেই অ্যাকাউন্টে ঢুকে কার কার সঙ্গে কথা হয়েছে তার সেনসিটিভ কথাগুলো স্কিনশট নিত, গোপন ছবি থাকলে সেগুলো ডাউনলোড করে রাখত। এভাবে সেই আইডি থেকে তার বিভিন্ন বান্ধবীকে ইনবক্সে সেইম ফিশিং সাইটের লিংক দিত। এভাবে সে এক বছর ধরে এ কাজ করে আসছে। তার যখন টাকার প্রয়োজন হতো সে তখন আরেকটা ফেক অ্যাকাউন্ট থেকে সেই টার্গেট আইডিতে নক দিয়ে ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে বিকাশ বা নগদের মাধ্যমে টাকা নিত। সে এর আগে কখনো ধরা পড়েনি। এই প্রথম পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে।

পরামর্শঃ

- অপরিচিত কারও ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট অ্যাকসেপ্ট করা যাবে না।
- অন্যের দেওয়া সন্দেহজনক লিংকে ক্লিক করা যাবে না।
- সেনসিটিভ বা গোপন ছবি ফেসবুকে কাউকে দেওয়া যাবে না।